ছেলেকে ইমাম জাফর সাদিকের বিভিন্ন উপদেশ

01-February-24

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, স্মরণে আসা মাত্রই ইতিকাফের নিয়্যত করে নিবেন, ফলে যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে পানাহার করা, শয়ন করা বা সাহরী, ইফতার করা, এমনকি আবে যমযম পান করা অথবা ফুঁক দেওয়া পানি পান করাও জায়িয নেই, তবে ইতিকাফের নিয়্যত থাকলে এসব কিছু আনুষাঙ্গিকভাবে জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যত যেনো শুধুমাত্র পানাহার, বা ঘুমানোর জন্য না হয়, বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হয় । ফাতাওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ রয়েছে, যদি কেউ মসজিদে পানাহার করতে বা ঘুমাতে চায়, তবে সে যেনো ইতিকাফের নিয়্যত করে নেয়, কিছুক্ষণ আল্লাহর যিকির করবে, তারপর যা খুশি করবে (অর্থাৎ সে চাইলে খাবার-দাবার বা ঘুমাতে পারবে)

দরুদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِیْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا یُصَلِّیْ عَلَیَّ اَحَدٌ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِیْ بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِیْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰی عَلَیْكَ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক একজন ফিরিশতা আমার কবরে নিযুক্ত করেছেন, যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ শুনার ক্ষমতা দান করেছেন, ব্যস কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে তবে সে আমাকে তার পিতার নামসহ উপস্থাপন করে, (আর বলে:) অমুকের পুত্র অমুক আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করেছে।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/২৫১, হাদীস ১৭২৯১)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

অল্প বয়সী সৈয়দজাদার খোদাভীতি

একজন চার বছর বয়সী সৈয়দজাদা বাজারের মাঝেই অঝোড় নয়নে কাঁদছিলো, কোন ভদ্রলোক আওলাদে রাসূলের সেবার প্রেরণায় আগ্রহী হয়ে বললেন: শাহজাদা! কি হয়েছে? যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয় তবে আদেশ করুন, এখনই হাজির করছি। একথা শুনে শিশুর কান্নার আওয়াজ আরো বেড়ে গেলো এবং বললো: চাচাজান! আল্লাহ পাকের গযব এবং জাহান্নামের ভয়ে মন ভেঙ্গে যাচ্ছে! সেই ভদ্রলোক স্নেহভরে আরয করলো: শাহজাদা! আপনি খুবই ছোট, এই বয়সেই এতো ভয় কেনো? শান্ত হোন শিশুদের আযাব দেয়া হবে না। এ কথা শুনে শিশুর ভয় আরে বেড়ে গেলো এবং কাঁদতে কাঁদতে বললো: চাচাজান! আমি দেখেছি যে, বড় বড় কাঠে আগুন লাগানোর জন্য এর আশেপাশে ছোট ছোট খড়-খুটোর ইন্ধন দেয়া হয়, খড়-খুটো দ্রুত আগুন জ্বালিয়ে দেয় আর এ সুবাদে বড় বড় কাঠসমূহও জ্বলে ওঠে! আমি ভয় করছি যে, আবু জাহেল ও আবু লাহাবের মতো বড় বড় কাফেরকে জাহান্নামে জ্বালানোর জন্য ইন্ধন হিসেবে না আমাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা কি জানেন সেই চার বছরের শিশুটি কে ছিলেন? তিনি আর কেউ নন! আমাদের ব্যথিত -হৃদয়ের ভরসা এবং পবিত্র আহলে বাইতের নয়নের মণি হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ছিলেন। **(নেকীর দাওয়াত, ৫৮৫ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! আপনারা শুনলেন যে, ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ শিশুকাল থেকেই খোদাভীতি সম্পন্ন

ছিলেন। ভাবুন তো যে, বর্তমানকার চার বছরের শিশুদের নিজেরই খবর থাকে না। সামান্য বড় হলে তবে মোবাইলে গেইম খেলা ও কার্টুন দেখে বিনোদন থেকে সময় পায় না । কিন্তু ইমাম যায়নুল আবেদীনের নাতি আর হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ 'র ছেলে জনাবে ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ 'র অবস্থা এমন ছিলো যে, এই অল্প বয়সেও খোদাভীতিতে অস্থির ছিলেন। অশ্রু প্রবাহিত হলে তা আর থামতো না। এই চিন্তায় থাকতো যে, না জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেয়া হয়, হায়! আমাদেরও যেনো এরূপ চিন্তা নসীব হয়ে যায়। হায়! আমাদেরও যেনো খোদাভীতিতে কান্না করার চোখ অর্জিত হয়ে যায়।

اٰمین بِجاہِ خاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ 'র খোদাভীতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আরো একটি বিষয় যা এই ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনেরা তাঁদের সন্তানদের কিরূপ অনন্য ও অতুলনীয় ইসলামী শিক্ষা দিতেন।

এই মানসিকতারই প্রভাব ছিলো যে, হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বাল্যকাল থেকেই খোদাভীতি সম্পন্ন ছিলেন। আর তাঁর শানই এটাই যে, তাঁকে দেখে অন্যদেরও খোদাভীতি সৃষ্টি হয়ে যেতো। তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে, রাতে কবরস্থানে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং বলতেন: হে কবরবাসী! কি বিষয় যে, আমি তোমাদেরকে ডাকছি, তোমরা কোন উত্তর দিচ্ছো না? অতঃপর তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলতেন: আফসোস! আমার ও তোমাদের মাঝে এমন পর্দা হয়ে গেছে কিন্তু ভবিষ্যতে আমিও তোমাদেরই মতো হয়ে যাবো। তিনি এই বাক্যটি বলতেই থাকতেন, এক

পর্যায়ে সুবহে সাদিক হয়ে যেতো এবং তিনি ফযরের নামাযের জন্য মসজিদে চলে যেতেন। **(আয়নায়ে ইবরাত, ৬৪ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রতিটি গুণে অতুলনীয় ছিলেন। ইবাদত, রিয়াযত, তাকওয়া, পরহেযগারীতা, নম্রতা, সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, খোদাভীতি, ইলম ও আমল মোটকথা! তিনি অনন্য অভ্যাস ও ইবাদতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আসুন! তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শুনে নিই:

ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র জন্ম ১৭ রবিউল আউয়াল ৮৩ হিজরী সোমবার শরীফের দিনে মদীনা মনোওয়ারায় হয়। হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র উপনাম হলো আবু আব্দুল্লাহ এবং আবু ইসমাইল আর উপাধি হলো সাদিক, ফাযিল এবং তাহির। হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হলেন হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'র বড় শাহজাদা। হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র সম্মানিত আম্মাজানের নাম হলো হযরত উম্মে ফারওয়া যিনি আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র নাতনী ছিলেন। **(শরহে শাজারায়ে কাদেরীয়া, ৫৭ পৃষ্ঠা)** আর তাঁর সম্মানিত পিতার পবিত্র নাম হলো হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের, যিনি ইমাম যায়নুল আবেদীনের পুত্র ছিলেন। এভাবে তাঁর বংশ মায়ের দিক দিয়ে আমীরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এবং পিতার দিক দিয়ে হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'র সাথে মিলিত

www.dawateislami.net

হয়েছে। অর্থাৎ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মায়ের দিক দিয়ে "সিদ্দিকি" আর পিতার দিক দিয়ে "আলাভী ও ফাতেমী"। **(শরহুল আকায়িদ, ৩২৮ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা শুনলাম যে, হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হলেন সৈয়্যদ, কাদেরীয়া সিলসিলার শায়খ। হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ 'র সন্তানদের অন্তর্ভূক্ত। আহলে বাইতের বাগানের সুবাশিত ফুল এবং আহলে বাইতে কিরামের অন্তর্ভূক্ত। আর আহলে বাইতে কিরামের শান হলো যে, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কোন বান্দা কামিল মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার প্রাণের চেয়ে বেশি প্রিয় হবো না, আর আমার সত্ত্বা তার আপন সত্তার চেয়ে বেশি প্রিয় হবে না এবং আমার সন্তান তার নিজের সন্তানের চেয়ে বেশি প্রিয় হবে না আর আমার আহলে বাইত তার নিজের পরিবারের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে যাবে না। **(শুয়াবুল ঈমান, ২/১৮৯, হাদীস ১৫০৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র জ্ঞান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অগাধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। কোটি কোটি হানাফীদের ইমাম, হযরত ইমামে আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি স্বয়ং জ্ঞানের সাগর ছিলেন, তিনিও জ্ঞানার্জনের জন্য দুই বছর পর্যন্ত হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র বরকতময় সাহচর্যে ছিলেন। হযরত ইমামে আযম নুমান বিন সাবিত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বয়ং বলেন: لَوْ لَاالسَّنَتَانِ لَهَلَكَ النُّعْمَانُ যদি আমার জীবনে আমি এই দুই বছর (যা আমি ইমাম জাফর সাদিক

www.dawateislami.net

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র খেদমতে অতিবাহিত করেছি) না থাকতাম তবে নুমান ধ্বংস হয়ে যেতো। **(আদাবে মূর্শিদে কামিল, ১৭০ পৃষ্ঠা)**

যেমন বুনবে তেমনই কাটবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে সন্দেহ নেই যে, হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর পিতামাতার প্রশিক্ষণের অন্যতম প্রকাশ ছিলো। আর তিনিও তাঁর সন্তানদের অনন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাঁর শাহজাদা হযরত ইমাম মূসা কাযেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আপন যুগের অনন্য আলিম, মুফতী, শায়খ, আল্লাহর অলী এবং তরিকত ও মারিফাতের ইমাম ছিলেন। আর এসবই তাঁর পিতা হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র প্রশিক্ষণের ফয়যান ছিলো।

মনে রাখবেন! মানুষ যা বপন করে, তাই কেটে থাকে, এমন হতে পারে না যে, বপন করবে কিছু কিন্তু যখন কাটার পালা আসবে তখন অন্য ফসল হলো, এই উদাহরণটি সন্তানের বেলায় যে, পিতামাতা সন্তানকে ইসলামী পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিলো না কিন্তু তবুও আশা রাখে যে, "আমাদের সন্তানও নেককার পরহেযগার হোক, পিতামাতার অনুগত হোক, সমাজে সম্মানিত ও সৎচরিত্রের অধিকারী হোক।" যখন ফলাফল এর রিপরীত হয় তখন অনেক দেরী হয়ে যায়, তখন পিতামাতা যদি সংশোধনের চেষ্টাও করতে চায় তবে করতে পারে না।

মনে রাখবেন! সন্তানের উত্তম প্রশিক্ষণ দেয়া পিতামাতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের অন্যতম আর এই দায়িত্বকে আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনেরা খুবই সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছিলেন, মাঝে মাঝে নিজের সন্তানদেরকে ভিন্ন

ভিন্নভাবে উপদেশ দিতেন। ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর ছেলেকে কি উপদেশ দিয়েছেন, আসুন! সেই উপদেশ এবং তা থেকে অর্জিত মাদানী ফুল শ্রবণ করি:

ছেলেকে দেয়া ইমাম জাফর সাদিকের উপদেশ সমূহ

এক বুযুর্গ বর্ণনা করেন: হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র একজন শাগরেদ আমাকে জানালো যে, একবার আমি হযরতের খেদমতে উপস্থিত হলাম, হযরত মূসা কাযেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর পাশে বসে ছিলেন এবং তিনি তাঁকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, কিছু কথা যা আমি মনে রাখতে পেরেছি তা হলো:

হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হে আমার সন্তান! আমার উপদেশ গ্রহণ করে নাও এবং আমার কথাগুলো মনে রাখবে, যদি তা মনে রাখো তবে জীবনও ভালোভাবে অতিবাহিত করবে আর মৃত্যুও ঈর্ষান্বিত হবে।

সম্পদশালী কে?

হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রথম উপদেশ এটাই দেন যে, হে আমার সন্তান! সম্পদশালী হলো সেই, যে অপরের সম্পদের প্রতি দৃষ্টি রেখে আল্লাহর বন্টনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে আর সে অভাবগ্রস্ত অবস্থাতেই মারা যায়। আল্লাহর বন্টনে অসন্তুষ্ট থাকা ব্যক্তি যেনো আল্লাহ পাকের এই ফয়সালার প্রতি অপবাদ লাগালো। নিজের ভুলকে ছোট মনে করা ব্যক্তি অপরের ভুলকে বড় ও অপরের ভুলকে ছোট মনে করা ব্যক্তি নিজের ভুলকে বড় মনে করে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই উপদেশ থেকে এটাই শিক্ষা পেলাম যে, নিজের মাঝে অল্পেতুষ্টতা সৃষ্টি করুন এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে থাকুন আর তিনি যেই অবস্থায় রাখেন, তাঁর সন্তুষ্টিতেই সন্তুষ্ট থাকা।

ওলামার সাহচর্য সম্মানের উপলক্ষ্য

হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দ্বিতীয় উপদেশ দেন যে, হে আমার সন্তান! অপরের দোষ প্রকাশকারীর, নিজের দোষ প্রকাশ হয়ে যায়, কারো জন্য গর্ত খননকারী নিজেই সেই গর্তে গিয়ে পতিত হয়, বোকাদের সাহচর্যে বসা ব্যক্তি নিকৃষ্ট ও অপদস্ত হয় আর ওলামাদের সাহচর্য অবলম্বনকারী সম্মানিত হয় এবং মন্দ জায়গায় গমনকারীর প্রতি অপবাদ দেয়া হয়ে থাকে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই উপদেশ থেকে আমরা এই মাদানী ফুল পাই যে, আমরা অপরের দোষ প্রকাশ করবো না, আমরা সর্বদা কল্যাণ কামনা করবো আর ওলামায়ে কিরামের সাহচর্যে বসার চেষ্টা করবো।

তৃতীয় উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হে আমার সন্তান! মানুষের উপর অপবাদ দেয়া থেকে বিরত থাকো, অন্যথায় মানুষ তোমার প্রতি অপবাদ দিবে, আর অহেতুক কথা বলা থেকে বিরত থাকো অন্যথায় এর কারণে সম্মান কমে যাবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই উপদেশ থেকে আমরা এই মাদানী ফুল পাই যে, অপরের দোষের উপর দৃষ্টি রাখার পরিবর্তে নিজের দোষ

অনুসন্ধান করুন, নিজের সংশোধন করুন এবং সর্বদা অহেতুক এবং অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকুন।

হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ চতুর্থ উপদেশ এটাই দেন: হে আমার সন্তান! সত্য কথাই বলবে, তা তোমার পক্ষে হোক বা বিপক্ষে, কেননা তোমাকে আপন বন্ধুদের পক্ষ থেকেই নিন্দার সম্মুখীন হতে হবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই উপদেশ থেকে আমাদের এই মাদানী ফুল অর্জন হয় যে, সত্যের মৃত্যু নেই অতএব আমাদের সর্বাবস্থায় শরীয়তের চাহিদা অনুযায়ী সত্য কথাই বলা উচিৎ।

বিদ্বেষ ও ঘৃণার কারণ

চতুর্থ উপদেশের পর পঞ্চম উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: হে আমার সন্তান! কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করতে থাকা, সালামকে প্রসার করা, নেকীর আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে সম্পর্ক জোড়া, যে তোমার সাথে কথা বলে না তুমি তার সাথে কথা বলাতে অগ্রগামী হও, যে তোমার নিকট চায় তাকে দাও, চুগলখোরী থেকে বিরত থাকো কেননা এটি অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। মানুষের দোষ অন্বেষণে থেকো না, কেননা এটি নিজেকে (নিন্দা ও অপবাদের) লক্ষ্য বানানোর পরিপূরক।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই উপদেশ থেকে অর্জিত হওয়া সকল মাদানী ফুল জীবনকে সুন্দর ও উন্নত করে তুলতে পারে কিন্তু মনে রাখবেন! আমরা আমাদের জীবনকে তখনই সুন্দর করতে পারবো, যখন আমরা এই সুবাশিত মাদানী ফুল, সোনালী রীতিকে মন ও প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করে আমলও করার চেষ্টা করবো।

www.dawateislami.net

অবাধ্যদের উদাহরণ

ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র ষষ্ট উপদেশ যা তিনি তাঁর ছেলেকে দিয়েছেন তা ছিলো: হে আমার সন্তান! যদি সাক্ষাতের ইচ্ছা হয় তবে নেককার লোকদের সাথে সাক্ষাত করো, অবাধ্যদের সাথে সাক্ষাত করবে না, কেননা অবাধ্যরা ঐ উপত্যকার ন্যায়, যাতে পানি প্রবাহিত হয় না, এমন বৃক্ষের ন্যায় যা সবুজ শ্যামল হয় না, এমন ভূমির ন্যায় যাতে ঘাস জন্মায় না। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২২৮, নাম্বার ৩৭৯৩)**

ইমাম মূসা কাযেম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র অনন্য প্রশিক্ষণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র নিজের সন্তানকে দেয়া উপদেশগুলোর সারমর্ম হলো যে, সম্পদশালী হলো সে, যে আল্লাহর বন্টনে সন্তুষ্ট থাকে। অপরের দোষ গোপন করো। ওলামাদের সাহচর্যে বসা উচিৎ। মানুষকে দোষারোপ করা থেকে বিরত থাকা উচিৎ। সর্বদা সত্য কথা বলা উচিৎ। কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করা, সালামকে প্রসার করা, নেকীর আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সম্পর্ক রাখা, যে চায় তাকে দান করা এবং চোগলখুরী থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা উচিৎ। নেককার লোকদের সাথে সাক্ষাত করা উচিৎ এবং মন্দ লোকদের থেকে দূরে থাকা উচিৎ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সন্তানের সাথে পিতামাতার সম্পর্ক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও চাই যে, আমাদের সন্তানও নেককার ও পরহেযগার হোক, তবে তাদেরকে ভালোভাবে প্রশিক্ষিত করুন, বুযুর্গদের পদ্ধতিতে তাদের সংশোধন করুন, নেকীর প্রতি আগ্রহী করুন এবং নিজেও নেক আমল সম্পাদনকারী হয়ে যান। মনে রাখবেন! সাধারণত সন্তান পিতামাতার স্বভাব ও আচরণ অনুসরন করে থাকে, যদি পিতামাতা শরীয়তের অনুসারী এবং ইলমে দ্বীন অর্জনে আগ্রহী হয় তবে তাদের বংশধররাও নেকীর পথে পরিচালিত হবে আর পিতামাতার মুক্তি ও ক্ষমা এবং সুনামের উপলক্ষ্য হবে, আর যদি পিতামাতা নিজেরাই খারাপ অভ্যাসের শিকার হয় তবে সন্তানের মাঝেও সেই মন্দ স্বভাব স্থানান্তরিত হয়ে যায় এবং এরূপ সন্তান মুক্তির উপলক্ষ্য নয় বরং ধ্বংসের কারণ হবে।

আসুন! সন্তানের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আমাদেরকে মানসিকতা প্রদানকারী আক্বা, আমাদের এবং আমাদের সন্তানকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩টি বাণী শুনি:

সন্তানের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র বাণী

১. নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (যখন) এই আয়াতে মুবারাকা তিলাওয়ত করেন:

قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا

(পারা ২৮, সূরা তাহরীম, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা করো।

তখন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে কিভাবে বাঁচাবো? তখন

www.dawateislami.net

তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তাদেরকে ঐ সকল কাজের নির্দেশ দাও যা আল্লাহ পাকের পছন্দ আর ঐ সকল কাজ থেকে নিষেধ করো, যা আল্লাহ পাকের অপছন্দ। **(দুররে মনসুর, ৮/২২৫)**

২. ইরশাদ হচ্ছে: নিজের সন্তানকে তিনটি অভ্যাস শিক্ষা দাও (১) নিজের নবী (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) 'র ভালোবাসা (২) আহলে বাইতের ভালোবাসা এবং (৩) কুরআনে পাকের শিক্ষা। **(জামেয়ে সগীর, ২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩১১)**

৩. ইরশাদ হচ্ছে: কোন পিতা তার সন্তানকে এমন এমন উপহার দেয়নি, যা ভালো আদব শিক্ষা থেকে উত্তম। **(তিরমিযী, ৩/৩৮৩, হাদীস ১৯৫৯)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: ভালো আদব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সন্তানকে দ্বীনদার, মুত্তাকী, পরহেযগার বানানো। সন্তানের জন্য এর চেয়ে উত্তম উপহার কি হতে পারে যে, এই জিনিস দ্বীন ও দুনিয়ায় কাজে আসে। পিতামাতার উচিৎ সন্তানকে শুধু সম্পদশালী বানিয়ে দুনিয়া থেকে না যাওয়া, তাদেরকে দ্বীনদার বানিয়ে যান, যা স্বয়ং তাদেরও কবরে কাজে আসবে, জীবিত সন্তানের নেকীর সাওয়াব মৃতরা কবরে পেয়ে থাকে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৬৫)

পিতামাতার সাথে সন্তানদের সম্পর্ক

হে আশিকানে আউলিয়া! কুরআন ও হাদীসে পিতামাতার শান ও মহত্ব বারবার বর্ণনা করা হয়েছে, অতএব সন্তানের উপরও আবশ্যক যে, সে যেনো পিতামাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাঁদের আদব ও সম্মান করবে, তাঁদের খেদমত করাকে নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করবে, বিশেষ করে তাঁদের বার্ধক্যের সময় বেশি খেদমতের প্রয়োজন হয়ে থাকে। নিশ্চয় পিতামাতার বার্ধক্য মানুষকে পরীক্ষায় পতিত করে দেয়, যার কারণে

www.dawateislami.net

সাধারণত সন্তান বিরক্ত হয়ে যায় কিন্তু মনে রাখবেন! এমন অবস্থায়ও পিতামাতার খেদমত করা আবশ্যক। শিশুকালে পিতামাতাও তো সন্তানের ময়লা সহ্য করেছে। বার্ধক্যে এবং অসুস্থ অবস্থায় পিতামাতার মধ্যে যতই খিটখিটে স্বভাব এসে যাক না কেনো, বিনা কারণে ঝগড়া করুক না কেনো, যতই ঝগড়া করুক এবং বিরক্ত করুক, ধৈর্য, ধৈর্য এবং ধৈর্যই ধারণ করবে আর তাঁদের সম্মান করা জরুরী। তাঁদের সাথে অসদাচরণ করা, তাঁদেরকে ধমকানো ইত্যাদি তো দূরের কথা তাঁদের সামনে "উফ" পর্যন্ত করবে না, অন্যথায় বাজি হেরে যেতে পারে এবং উভয় জগতের ধ্বংস ভাগ্যে জুটতে পারে, পিতামাতার মনে কষ্ট প্রদানকারী এই দুনিয়ায়ও অপদস্ত হয়ে থাকে এবং আখিরাতেও দোযখের আগুনের অধিকারী হবে। আল্লাহ পাক ১৫তম পারা সূরা বনী ইসরাইলের ২৩ নাম্বার আয়াতে পিতামাতার আদব শিখাতে গিয়ে ইরশাদ করেন:

فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا

(পারা ১৫, বনী ইসরাঈল, আয়াত ২৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তবে তাঁদেরকে "উফ" বলো না এবং তাঁদেরকে তিরষ্কার করো না।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাবুন তো, যখন পিতামাতার সামনে উফ পর্যন্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন তাদের সামনে মুখ চালানো, চিৎকার চেচামেচি করা কতটা বঞ্চনার বিষয়। এখনই যেই আয়াত আমরা শুনলাম, এর আলো হযরত আল্লামা মুফতী নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (পিতামাতার সামানে) এমন কোন কথা মুখে বের করবে না, যাতে এটা মনে হয় যে, তাঁদের পক্ষ থেকে তুমি স্বভাবত কিছুটা বোঝা মনে করছো, না তাঁদেরকে তিরষ্কার করবে, না উচ্চ আওয়াজে বলবে বরং চরম ভদ্রভাবে পিতামাতার সহিত এভাবে কথা বলবে, যেমন গোলাম ও খাদেম

www.dawateislami.net

(তার) মুনিবের সাথে বলে। তাদের সাথে নম্রতা ও বিনয় সহকারে আচরণ করো এবং তাদের সাথে ক্লান্তির সময় মমতা ও ভালোবাসা সূচক ব্যবহার করবে। তিনি আরো বলেন: পৃথিবীতে উত্তম আচরণ ও সেবার মধ্যে যতই অতিরঞ্জিত করা হোক না কেন; কিন্তু পিতামাতার অনুগ্রহের হক আদায় করা যাবে না। এ কারণে বান্দার উচিৎ যে, আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁদের উপর অনুগ্রহ ও দয়া করার জন্য দোয়া করতঃ এবং আরয করা যে, হে প্রতিপালক! আমার খেদমত তাঁদের অনুগ্রহের প্রতিদান হতে পারে না; তবে তুমিই তাদের উপর দয়া করো যেনো তা তাঁদের অনুগ্রহের বিনিময় হয়।” **(খাযায়িনুল ইরফান, পারা ১৫, বনী ইসরাঈল, ২৩ নং আয়াতের পাদটীকা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মুক্তো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ’র উপদেশ সম্পর্কে শুনছিলাম। আসুন! হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ’র জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সমৃদ্ধ আরো কিছু উপদেশ শুনি:

হযরত ইমাম মালিক বিন আনাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে আরয করলেন: আমি ততক্ষণ পর্যন্ত উঠবো না যতক্ষণ আপনি আমাকে কোন উপদেশ দিবেন না। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: হে সুফিয়ান! আমি আপনার সাথে কথা বলি কিন্তু বেশি কথা আপনার জন্য ভালো নয় (তিনটি বিষয় মনে রাখবেন এবং এর উপর আমল করবেন):

www.dawateislami.net

নেয়ামত বৃদ্ধি

আল্লাহ পাক তোমাকে কোন নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন আর তুমি তাতে স্থায়ীত্ব চাও, তবে তার বেশি বেশি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো, কেননা আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

لَىِٕنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ

(পারা ১৩, সূরা ইব্রাহিম, আয়াত ৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি তোমাদেরকে আরো অধিক দিবো।

রিযিকে বরকত

যদি তোমার রিযিকে দেরী অনুভব হয় তবে অধিকহারে ইস্তিগফার করো, কেননা আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۙ﴿۱۰﴾ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۙ﴿۱۱﴾ وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ؕ﴿۱۲﴾

(পারা ২৭, সূরা নূহ, আয়াত ১০-১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর আমি বললাম ‘আপন রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি মহা ক্ষমাশীল; তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি প্রেরণ করবেন; এবং সম্পদ ও সন্তান দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন আর তোমাদের জন্য বাগান বানিয়ে দেবেন ও তোমাদের জন্য নহরসমূহ প্রবাহিত করবেন।

সমৃদ্ধির চাবি

হে সুফিয়ান! যদি কোন বাদশাহর পক্ষ থেকে তুমি দুঃখ ও কষ্ট পাওয়ার সন্দেহ করো বা অন্য কোন পেরেশানিতে পতিত হও, তবে অধিকহারে “لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ” পাঠ করো, কেননা এটা সমৃদ্ধির চাবি এবং জান্নাতের ভান্ডার সমূহের মধ্যে একটি ভান্ডার।

www.dawateislami.net

হযরত সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের হাতে বৃত্ত বানিয়ে বললেন: তিনটি বিষয় আর কতইনা সুন্দর বিষয়। হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আল্লাহর শপথ! আবু আব্দুল্লাহ তা বুঝে নিয়েছে এবং আল্লাহ পাক তাঁকে এর দ্বারা উপকৃত করবে।"

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিৎ যে, আল্লাহ পাকের ইবাদত করতে থাকা, তাওবা ও ইস্তিগফারও করতে থাকা এবং লা হাওলা শরীফও মাঝে মাঝে পড়তে থাকা, এর সহজ পদ্ধতি হলো যে, যদি আমরা শাজারা শরীফের অযিফা প্রতিদিন পাঠকারী হয়ে যাই তবে এতে অনেক ইস্তিগফার পাঠ করার সৌভাগ্য অর্জিত হবে বরং লা হাওলা শরীফও প্রতিদিন পাঠ করার সৌভাগ্য অর্জিত হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক।

মাকতাবাতুল মদীনার পরিচিতি

দা'ওয়াতে ইসলামীর বিভাগ সমূহের মধ্যে একটি হলো মাকতাবাতুল মদীনা। বর্তমান যুগে বার্তা প্রেরণ এবং কিতাব ও পুস্তিকা প্রচারের জন্য আধুনিক মাধ্যমের ব্যবহার খুবই দ্রুত গতিতে প্রসার হচ্ছে, হওয়া তো উচিৎ ছিলো যে, এই আধুনিক মাধ্যমকে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে বা অন্যান্য জায়িয উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা কিন্তু আফসোস যে, অতিপয় অপশক্তি এই যোগাযোগের মাধ্যমকে নিজেদের স্বার্থ পূরণের হাতিয়ার বানিয়ে নিয়েছে, যার সাহায্যে তারা রাতদিন নিজেদের ভ্রান্ত আকীদা প্রচার ও প্রসার করে সহজ সরল মুসলমানকে সত্যের পথ থেকে

www.dawateislami.net

সরাতে ব্যস্ত রয়েছে। মোটকথা একদিকে আমলহীনতার বন্যা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে তো অপরদিকে বদআকীদার ভয়ঙ্কর তুফানের ভয়াবহতা ধ্বংসযজ্ঞতার ভয়ানক দৃশ্যের অবতারনা করছে। অতএব শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগেও বদআকীদার এই বন্যার সামনে বাঁধ নির্মাণের অক্লান্ত প্রচেষ্টা করেছেন, অবশেষে তাঁর একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা সফল হয় এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه ১৪০৬ হিজরী, ১৯৮৬ সালে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রা শুরু হয়ে গেলো। দা'ওয়াতে ইসলামীর এই বিভাগ থেকে প্রথম দিকে বয়ানের অডিও ক্যাসেট প্রকাশ করা হয় অতঃপর আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে এবং রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র কৃপাদৃষ্টিতে এমন উন্নতি নসীব হয়েছে যে, অডিও ক্যাসেট দিয়ে নিজের অগ্রযাত্রা সূচনাকারী প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার অধিনে বর্তমানে বাবুল মদীনা করাচীতে রীতিমতো প্রেস ও অফিস রয়েছে, যা এই সেক্টরের সকল প্রকার আধুনিক সুযোগ সুবিধা ও প্রয়োজনয়ীতা সমৃদ্ধ। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং অন্যান্য ওলামায়ে আহলে সুন্নাত رَحِمَهُمُ الله 'র কিতাবও প্রকাশিত হয়ে অধিক সংখ্যায় জনসাধারণের হাতে পৌঁছে সুন্নাতকে জীবিত করার উপলক্ষ্য হচ্ছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নেক আমল নাম্বার ৩৩ এর উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহ থেকে বাঁচার উৎসাহ ও প্রেরণা পেতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যার যতটুকু সম্ভব নিজের অন্যান্য ব্যস্ততা থেকে কিছু না কিছু সময় দ্বীনি কাজের জন্য অবশ্যই বের করে নিন, এই দ্বীনি কাজে সম্পৃক্ততার বরকতে আমরা গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকবো, আখিরাতের জন্য নেকীর ভান্ডার জমা হতে থাকবে, নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী সৌভাগ্যবানদের মধ্যে আমরা গন্য হবো, উত্তম সাহচর্য লাভ হবে এবং দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ৭২টি নেক আমলের উপর আমলকারী হয়ে যাবো। ★ اَلْحَمْدُ لِلّٰه নেক আমল হলো আমলের প্রেরণা বৃদ্ধি ও গুনাহ থেকে পিছু ছাড়ানোর অনন্য উপায়। ★ নেক আমলের উপর আমলকারীর প্রতি আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه অনেক খুশি হয়ে থাকে এবং তাদেরকে দোয়া দ্বারা ধন্য করে থাকেন, এই নেক আমলের মধ্যে ৩৩নং একটি নেক আমল হলো: আপনি কি আজ তাহাজ্জুদের নামায পড়েছেন? বা রাতে না ঘুমানো অবস্থায় সালাতুল লাইল আদায় করেছেন?

যদি আমরা বাতেনী গুনাহ ও ধ্বংসাত্মক আমল থেকে বাঁচতে চাই তবে আমাদের আজ থেকেই এই নেক আমলের উপর আমল শুরু করার পাশাপাশি সারা জীবনের জন্য নেক আমলকে আপন করে নেয়া উচিৎ, আল্লাহ পাক আমাদের জাহেরী ও বাতেনী সকল প্রকার গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করো এবং নেক আমলের আমলকারী বানাও। اٰمین

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কয়েকটি সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো, সে আমাকে ভালোবাসলো আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। **(মিশকাত, কিতাবুল ঈমান, ১/৫৫, হাদীস ১৭৫)**

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা
জান্নাত মে পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানানা

আযানের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! আযানের সুন্নাত ও আদবের ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করুন:

(১) ইরশাদ হচ্ছে: সাওয়াবের উদ্দেশ্যে আযান প্রদানকারী ঐ শহীদের মতো, যে রক্তে রঞ্জিত এবং যখন মৃত্যুবরণ করবে কবরে তার শরীরে পোকা পড়বে না। **(আল মু'জামুল কবীর, ১২/৩২২, হাদীস ১৩৫৫৪)**

(২) ইরশাদ হচ্ছে: আমি জান্নাতে গেলাম, তাতে মুক্তোর গম্বুজ দেখলাম, এর ভূমি হলো মুশকের, জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিব্রাঈল! এটি কার জন্য? আরয করলো: আপনার উম্মতের মুয়াজ্জিন ও ইমামদের জন্য।
(আল জামেউস সগীর লিস সুয়ূতী, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪১৭৯)

✹ নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সফরে একবার আযান দিয়েছিলেন এবং শাহাদতের বাক্য এভাবে বলেন: اَشْهَدُ اَنِّیْ رَسُوْلُ اللهِ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহর রাসূল)। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৫/৩৭৫)**

www.dawateislami.net

✹ যেই বসতীতে আযান দেয়া হয়, আল্লাহ পাক আপন আযাব থেকে সেইদিন তাতে নিরাপত্তা প্রদান করেন। **(আল মু'জামুল কবীর লিত তাবারানী, ১/২৫৭, হাদীস ৭৪৬)** ✹ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায, এতে জুমাও অন্তর্ভূক্ত, যখন জামাআত সহকারে প্রথম তাকবীরের সাথে মসজিদে সময় মতো নামায আদায় করা হয় তখন তার জন্য আযান সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং এর হুকুম ওয়াজিবের মতো যে, আযান দেয়া না হলে তবে সকলেই গুনাহগার হবে।

(আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া, কিতাবুস সালাত, ১/৫৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘোষনা

আযানের অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, অতএব তা জানার জন্য তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net